তারিখ ... AUG 21 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংবাদ

সরকারি সনদ নিলেও 'কওমি'রা থাকবে স্বাধীন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দিলেও কওমি মাদ্রাসাগুলোর ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আগের মতোই কওমি মাদ্রাসাগুলো স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, এনজিও ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সূত্র জানায়, সৌদি আরবের মক্কা শরিফকেন্দ্রিক রাবেতা আলমে ইসলামী, রিভাইভাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ (আরআইএইচএস), কুয়েতের জমিয়া তোরাস ইসলামী; কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, আবুধাবির নাহিয়ান ট্রাস্টসহ মধ্যপ্রাচ্যের ৭টি ইসলামী এনজিওর বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগে বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা, চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এর বাইরে রাবেতা আলমে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী রিলিফ অর্গানাইজেশন (আইআইআরও) বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সহায়তা করছে। ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে রাবেতা আলমে

থাকবে : পৃ: ২ ক : ১

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সনদ দেয়া হবে এক বোর্ড থেকে : আজ ঘোষণা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

অবশেষে একটি বোর্ডের অধীনেই কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য আলেম সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন। তবে বোর্ডের নাম বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক-বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) হবে না অন্য কিছু হবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এর আগে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল ৪টি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দেয়া হবে। আজ ঘোষণার আশ্বাস পেয়ে মুক্তাঙ্গনের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিয়েছে খেলাফত মজলিস। গত বুধবার থেকে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা মুক্তাঙ্গনে

আজ : পৃ: ২ ক : ২

আজ : ঘোষণা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থান নিয়েছিল। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, একটি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দেয়ার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে চারদলীয় জোট সরকারের শরিক জামায়াতের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। জামায়াত কওমি মাদ্রাসা ধারার আলেম-ওলামাদের মধ্যে বিভেদের জাল বিস্তার করতে ৪টি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দিতে সরকারকে প্রভাবিত করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেলে মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর বরাত দিয়ে জানান, রোববার রাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে খেলাফত মজলিস নেতাদের বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে হারিছ চৌধুরী একটি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দিতে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির কথা জানান। হারিছ চৌধুরী নেতৃবৃন্দকে আরও বলেন, চলতি মাসেই ৪টি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ৪টি বোর্ডের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দেয়ার ব্যাপারে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাও বাতিল করা হয়েছে। আবদুর রব ইউসুফী বলেন, একটি বোর্ডের অধীনে যাতে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ না মেলে সেজন্য জামায়াত নিরন্তর ষড়যন্ত্র করে গেছে; কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

থাকবে : স্বাধীন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইসলামীর শাখা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ সহায়তা চলছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এসব এনজিও স্বাধীনতা-উত্তর ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে কত টাকা কওমি মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য পাঠিয়েছে তার কোন পরিমাণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা মুখ খুলতেও রাজি হননি।

সূত্র জানায়, দেশীয় আয় : বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা, শিক্ষকদের এয়ানত ও পরীক্ষার ফিস এবং পাঠ্যপুস্তক বিক্রির লভ্যাংশ দিয়ে কওমি মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে যোগ হয় প্রতি বছর রমজানের পুরো মাস বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য টাকা আদায় এবং কোরবানির ঈদে চামড়ার ব্যবসা। কোন কোন মাদ্রাসা বছরজুড়েই চাঁদা আদায় করে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে জনপ্রতিনিধি ও বিত্তবানরা আর্থিক সহায়তা দেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কওমি মাদ্রাসাগুলোকে ভোটব্যাংক মনে করেন।

সরকারি সূত্র জানায়, সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বেফাক-বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড), ইত্তেহাদুল মাদারিসিল পটিয়া, তানজিমুল মাদারিস উত্তরবঙ্গ ও আদদ্বীনি এদারা সিলেটের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদ দেয়া হবে। কিন্তু বেফাক ছাড়া অন্য ৩টি সংস্থার কর্মকর্তা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সরকারি সনদের দাবি জানায়নি। সরকারের এ [illegible] সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ছিল জামায়াত। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে জামায়াতের প্রভাব [illegible] নেই বললেই চলে।